Delhi Public School, Howrah

PERIODIC TEST-3 (2024 – 2025)
Class- XII

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART-A

1) নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: **(2×5=10)**

A. ভারতে হিন্দু আমলে যে মাংস রাধার পদ্ধতি ছিল, তার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মাংসে মশলা ব্যবহারের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। 'নল- পাক' অর্থাৎ নলরাজার নামে প্রচলিত রন্ধন বিষয়ে যে সংস্কৃত বই প্রচলিত, তাতে অনেক রকমের ভাতের কথা আছে, শাক তরকারি মাংসের কথা কম। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের বইয়ে রন্ধনের বর্ণনা আর নানা প্রকারের ব্যঞ্জনের নাম থেকে আমরা খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে, চৈতন্যদেবের সময় থেকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বাঙালির আমিষ আর নিরামিষ খাদ্যের একটা পরিচয় পাই। তেমনি হিন্দি আর উত্তর ভারতের লেখা সংস্কৃত বই থেকে উত্তর ভারতের 'কচ্চী' অর্থাৎ কাঁচা ভোজ - দাল, ভাত, শাক, তরকারি- আর 'পক্কী' অর্থাৎ ঘৃতপক্ক উচ্চশ্রেণির ভোজ-পুরি, কচৌরি, লাড্ডু, মিঠাই, পেঁড়া প্রভৃতির বর্ণনা পাই। খাবারের নাম থেকে তার প্রাচীনতা ধরা যায়। লাড্ডু, পেঁড়া, খাজা, পুয়া বা মালপোয়া, বুদিয়া এই মিষ্টান্নগুলি মুসলমান-পূর্বযুগের। মোহনভোগ নামটা প্রাচীন- এটির কথা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায়, ভারতের কোথাও কোথাও এই নাম প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবি হালুয়া এই শব্দকে অপ্রচলিত করে দিয়েছে। গজা, বালুকাশাহি, জিলেবি, বরফি, কালাকন্দ- এগুলি পারস্য দেশ থেকে এসেছে। 'গজা' নামটির মূলরূপ শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এই জনপ্রিয় মিষ্টান্নটি আর খেতে চাইবেন না।-ফরাসি "গও-জবান" অর্থাৎ গোজিহ্বা। তা থেকে "গও-জয়া, গওজা, গজা"- নামের এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে মূল গজার রূপ বর্ণনের জন্য আমরা এর ব্যাখ্যা করে বলি--'জিভেগজা'।

I. মাংসে মশলা ব্যবহারের কথা কৌটিল্যের কোন গ্রন্থে রয়েছে?

a) গণিতশাস্ত্র

b) অর্থশাস্ত্র

c) পদ্মাশাস্ত্র

d) ব্রহ্মাস্ত্র

II. কোন মিষ্টির নাম সংস্কৃত বইতে পাওয়া যায়?

a) সীতাভোগ

b) রাজভোগ

c) কমলা ভোগ

d) মোহনভোগ

III. মন্তব্য: 'গজা' নামটি মূল রূপ শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এই জনপ্রিয় মিষ্টান্ন টি খেতে চাইবেন না।

কারণ ক) - গজা নামটি গও-জবান থেকে এসেছে।

কারণ খ) - গজা নামক মিষ্টিটি পূর্বে কেবল মুসলমানরাই খেত।

a) কারণ ক এবং খ দুটোই ঠিক
b) কারণ ক ঠিক কিন্তু কারণ খ ভুল
c) কারণ ক ভুল কিন্তু কারণ খ ঠিক
d) কারণ ক এবং কারণ খ দুটোই ভুল
IV. 'মিষ্টান্ন' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-
a) মিষ্টি+ অন্ন
b) মিষ্টি+ ন্ন
c) মিষ্টা+ ন্ন
d) মিষ্ট+ অন্ন

B) ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন। অংকের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান, আত্মা, পরলোক কিছুই মানতেন না। এমনকি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেননি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন- শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোন জাত বড় হতে পারেনি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়-স্বজন তাকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তার স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। অপরদিকে ছিলেন হরিনাথ কুন্ডু, তিনিও ওই কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। তাছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাকে হাসতে দেখেনি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা করে বন্ধুকে উদ্ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাদের পরস্পরের প্রতি একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতি চর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্য চিন্তাও এমন চমৎকারা হয়নি, দু একটা পাস করতে পারলে যেমন তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচু দরের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা করত- বউ ভালোবাসে কি বাসেনা। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত- ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পন্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন- "ছোটলোকের আছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।" মহেশবাবু বললেন- "লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।" পন্ডিতমশাই উত্তর দিলেন-"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" মহেশবাবু পাল্টা জবাব দিলেন-"লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।"

I. ভগবান সম্পর্কে মহেশ মিত্তিরের ধারণা কি ছিল?
a) মহেশ মিত্তির ভূত আর ভগবানকে প্রচন্ড ভয় পেতেন।
b) তিনি ভগবান, আত্মা, পরলোক কিছুই মানতেন না।
c) তিনি ভগবান মানতেন না কিন্তু পরলোকের প্রতি অসম্ভব টান ছিল।
d) তিনি মনে মনে সব কিছুই মানতেন কিন্তু বাইরে প্রকাশ করতেন না।
II. মন্তব্য গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন।
কারণ(ক)- এই বিষয়ে তারা বিশেষভাবে পড়াশোনা করেছিলেন।
কারণ(খ)- এই বিষয়ে কথা বললে শ্রোতারা তা মন দিয়ে শোনে এবং আনন্দ উপভোগ করে।
a) কারণ ক এবং খ দুটোই ঠিক
b) কারণ ক ঠিক কিন্তু কারণ খ ভুল
c) কারণ ক ভুল কিন্তু কারণ খ ঠিক

d) কারণ ক এবং কারণ খ দুটোই ভুল

III. হরিনাথ কেমন স্বভাবের মানুষ ছিল?

a) অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাকে হাসতে দেখেনি।

b) মজার মানুষ, ঠাট্টা-তামাশা করতে খুবই ভালোবাসেন।

c) প্রচণ্ড লোভী স্বভাবের মানুষ

d) খুবই রাগী লোক, কোনো অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতেন না।

IV. মহেশ মিত্তিরের সাথে হরিনাথ কুণ্ডুর পার্থক্য কী ছিল?

a) মহেশ অংকের প্রফেসর আর হরিনাথ ফিলসফির প্রফেসর

b) মহেশ আবেগপ্রবণ কিন্তু হরিনাথ বাস্তববাদী

c) মহেশ নাস্তিক মানুষ আর হরিনাথ আস্তিক মানুষ

d) মহেশ রাগী কিন্তু হরিনাথ বিরাগী।

V. 'প্রফেসর' শব্দটির বাংলা হবে-

a) অধ্যক্ষ

b) সহ শিক্ষিকা

c) অধ্যাপক

d) উপরের কোনোটাই না।

SECTION-B(Grammer)

2) যে কোনো পাঁচটি বাগধারা/প্রবাদের সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (MCQ) **(1×5=5)**

I. 'কানায় কানায় পূর্ণ' বোঝাতে কোন্ বাগধারাটি প্রয়োগ করা হয়?

a) ধামাধরা

b) টইটুম্বুর

c) চুনোপুঁটি

d) তাসের ঘর

II. আচ্ছা ইঁচড়ে পাকা ছেলে তো, বড়োদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয় তাও জানে না। - এখানে 'ইঁচড়ে পাকা' বাগধারাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা হল-

a) অকালপক্ক

b) নম্র স্বভাবের

c) মাত্রাজ্ঞানহীন

d) সুশৃঙ্খল

III. 'নিজের অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করা' বোঝাতে কোন্ বাগধারাটি প্রয়োগ করা হয়েছে?

a) মাটির মানুষ

b) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

c) ওজন বুঝে চলা

d) একাদশে বৃহস্পতি

IV. 'নাচতে না জানে উঠোনের দোষ' বাগধারাটির অর্থ-

a) উঠোন বেঁকে গেলে নাচা যায় না।

b) নিজের সময় বুঝে কাজ করা

c) একসঙ্গে অনেক কাজ করা

d) নিজের দোষ ঢাকতে অন্যকে দোষারোপ

V. সারা বছর না পড়ে পরীক্ষার আগে পরতে বসে সে _____।-শূন্যস্থানে কোন্ প্রবচনটি বসবে?

a) হযবরল

b) কেঁচে গণ্ডুষ

c) চোখে সর্ষে ফুল দেখা

d) কানে তুলো দেওয়া

VI. 'ক্ষণভঙ্গুর' বোঝাতে যে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় তা হলো-

a) তাসের ঘর

b) চাঁদের হাট

c) কূপমুণ্ডুক

d) তীর্থের কাক

SECTION-C

(Main Course Book)

3) পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) (1×5=5)

I. " বুড়ো হয়ে গেছেন, আর দুদিন বাদেই ঘাটে উঠবেন মশাই"- উক্তিটি কে কাকে বলেছে?

a) কালীনাথ, রামব্রীজকে

b) কালীনাথ রজনীকান্তকে

c) রজনীকান্ত নিজেকে

d) রজনীকান্ত কালীনাথকে

II. "এই তো জীবনের সত্য কালীনাথ"- জীবনের সত্য কী?

a) ইচ্ছা থাকলে বয়সে এসে যায় না

b) প্রতিভা বয়সে এসে যায় না

c) চেষ্টা থাকলে বয়স এসে যায় না

d) প্রতিভা কখনো চাপা থাকে না

III. 'আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই'- 'লাস্ট সিন' বলতে বোঝানো হয়েছে-

a) মৃত্যুকাল

b) অভিনয়ের শেষ দৃশ্য

c) নাটকের শেষ দৃশ্য

d) ছন্দপতন

IV. রজনীকান্ত তার প্রেমিকার চুলের সঙ্গে কিসের তুলনা করেছেন?

a) পাহাড়ি নদীর দুর্গম খরস্রোতের সঙ্গে

b) প্রস্রবনের জলধারার সঙ্গে

c) পাহাড়ি ঝরনার জলস্রোতের সঙ্গে

d) বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের সঙ্গে

V. মন্তব্য: 'নগদ তিনটে টাকা বকশিশ দিলাম ওকে',

কারণ ক)- রামব্রীজ ঘুম থেকে তুলে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল।

কারণ খ)- রামব্রীজ সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

a) কারণ ক এবং খ দুটোই ঠিক

b) কারণ ক ঠিক কিন্তু কারণ খ ভুল

c) কারণ ক ভুল কিন্তু কারণ খ ঠিক

d) কারণ ক এবং কারণ খ দুটোই ভুল

VI. ' সাজাহান' নাটকটির রচয়িতা হলেন-

a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

b) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

c) গিরিশচন্দ্র ঘোষ

d) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

4) পাঠ্যসহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) **(1×5=5)**

I. "একদল চেঁচিয়ে উঠল।"- যে জন্য চেয়েছি উঠেছিল তা হল-

a) অজগর সাপের জন্য

b) কাঞ্চনজংঘা দেখে

c) বড়ো চিতা বাঘের ভয়ে

d) গন্ডারের জন্য

II. 'পয়মাল' শব্দটির অর্থ হল-

a) আসল জিনিস

b) দ্বিধাগ্রস্থ

c) বরবাদ

d) সংকুচিত

III. সোমেশ্বর নদী যে সময়ে শান্তশিষ্ট থাকে তা হল-

a) শীতকাল

b) শরৎকাল

c) বসন্তকাল

d) বর্ষাকাল

IV. সেপাই কয়েদিরা ইয়ার্ডকে কী বলে?

a) ব্লক

b) খাতা

c) বই

d) ডিগ্রি

V. মন্তব্য ক)- যারা বারুদের আওয়াজ করে কয়লা 'গিরিয়ে' দেয়, তাদের বলে শর্ট-ফায়ারার।

মন্তব্য খ)- খাদের নীচে একটানা যে সুড়ঙ্গ চলে গেছে তাকে বলে সুঁদ।

a) মন্তব্য ক এবং খ দুটোই ঠিক

b) মন্তব্য ক ঠিক কিন্তু মন্তব্য খ ভুল

c) মন্তব্য ক ভুল কিন্তু মন্তব্য খ ঠিক

d) মন্তব্য ক এবং মন্তব্য খ দুটোই ভুল

VI. 'পাতালপুরীর কোটাল এরা'- 'পাতালপুরীর কোটাল' হল-

a) পিট-সরকার, ইনচার্জ আর ওভারম্যান

b) পিট-সরকার, কুলি-সর্দার ও মালিকেরা

c) ইনচার্জ, ওভারম্যান আর কুর্মি শ্রমিক

d) খনির মালিকরা

PART-B: Descriptive Questions

SECTION-B (Grammar)

5) ধ্বনিবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির যে কোনো একটির দু'টি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: (2+2)×1=4

অভিশ্রুতি অথবা স্বরভক্তি

6) শব্দার্থতত্ত্বের নিম্নলিখিত প্রকারভেদগুলির যে কোনো একটির তিনটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: (2+2)×1=4

শব্দার্থের অপকর্ষ অথবা শব্দার্থের প্রসারণ

SECTION-C

Supplementary Reader/Non-detailed Text

7) 'নিখিল ভাবছিল বন্ধুকে বুঝিয়ে বলবে, এ ভাবে দেশের লোককে বাঁচানো যায় না।'- কোন প্রসঙ্গে নিখিলের এই ভাবনা ? এই ভাবনার মাধ্যমে নিখিলের চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে ? (2+3=5)

অথবা

'হঠাৎ বিকেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য গেল।' -'অদ্ভুত দৃশ্যটি কী ? দৃশ্যটিকে 'অদ্ভুত' বলার কারণ কী ছিল ?

8) 'মাঝে-মাঝে বিমর্ষ সভ্যতার মুখ চোখে পড়ে '— এমন বলার কারণ কী ? (2)

9) 'লক্ষ্মী না আসতে সেধে ভাসান যাচ্ছে তা কাঁদব না এতটুকু?' — উচ্ছবের এমন অনুভূতির কারণ বিশ্লেষণ করো । (3)

অথবা

'তার অভিজ্ঞতার কাছে কথার মারপ্যাঁচে অর্থহীন হয়ে গেছে।' - এমন বলার কারণ কী বলে তোমার মনে হয় ?

10) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (5×1=5)

' চোখ তো সবুজ চায়,
দেহ চায় সবুজ বাগান ।'

অথবা

' কবিতায় জাগে
আমার বিবেক, আমার বারুদ
বিস্ফোরণের আগে ।'

11) 'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,' — 'সত্যের দারুণ মূল্য' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ? (3)

অথবা

' রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ,'--কবির এমন কথা বলার কারণ কী ?

12) 'সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রিরা?' – রাজমিস্ত্রিরা কী নির্মাণ করেছিল ? এই প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তা কী বলতে চেয়েছেন ? (2+3=5)

অথবা

'গলদের নিপাত করেছিল সিজার। নিদেন একটা রাঁধুনি তো ছিল?' — ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে লেখো । এর মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

13) "নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প!"- এই উক্তিতে বক্তার বিশ্বাস কতখানি? নাট্যাংশ অনুসারে এই উক্তির আলোকে বক্তার মনোভাব বিশ্লেষণ কর। (2+3=5)

অথবা

'আমাদের দিন ফুরিয়েছে।'- কে কোন প্রসঙ্গে এমন উক্তি করেছে? তার এরকম ভাবনার কারণ উল্লেখ কর।

14) 'গাঁয়ের মধ্যে যেন শহর, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে' – গাঁ বলতে কোন গ্রামের কথা বলা হয়েছে? লেখকের এই রকম মনে হওয়ার কারণ কী? (2+3=5)

অথবা

"কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।"- মহাজনের পন্থাটি কী? 'ছাতির বদলে হাতি' রচনাটি অবলম্বনে উক্তিটির সত্যতা নিরূপণ করো।

15) "তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠল।"- কেন চেংমানের চোখ কপালে উঠল? (2)

অথবা

"কিন্তু হাতি বেগার আর চলল না।" – 'হাতি বেগার' আইন কী?

Section-D

Creative Writing

16) নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। এটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো: (6)

প্রয়াত উমা দাশগুপ্ত। সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বিধায়ক-পরিচালক-অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী খবরের সত্যতায় সিলমোহর দিয়েছেন। একই আবাসনের বাসিন্দা তাঁরা। চিরঞ্জিতের কথায়, "সকালে ওঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনই জানালেন, উমাদি চলে গিয়েছেন। কয়েক বছর আগে ক্যানসার হয়েছিল তাঁর।" চিকিৎসায় সাড়াও দিয়েছিলেন প্রাথমিক ভাবে। কিন্তু নতুন করে ফিরে আসে মারণরোগ। অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই প্রয়াত হলেন উমাদেবী।

মাত্র একটি ছবিতে অভিনয়। তাতেই বিশ্বজোড়া খ্যাতি। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'তে তিনি 'অপু'র দিদি 'দুর্গা'। কিশোরী বয়সের সেই চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করেছিলেন উমা। এরপর তাঁকে আর পর্দায় দেখা যায়নি। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন শিক্ষক।

কিন্তু কেন আর পর্দায় দেখা গেল না উমাকে? সত্যজিৎ নেই। তাঁকে ঘিরে কোনও স্মৃতি কি পরিচালক-পুত্র সন্দীপ রায়ের মনে থেকে গিয়েছে? জানতে আনন্দবাজার অনলাইন যোগাযোগ করেছিল তাঁর সঙ্গে। সন্দীপের কথায়, "তখন আমি শিশু। ফলে, সে ভাবে কোনও স্মৃতিই আর নেই। উমাদি তখন মাত্র ১৪। পরে আর অভিনয় করেননি। ফলে, ওঁর সঙ্গে আমাদের আর যোগাযোগ ছিল না।" পরিচালক-পুত্রের আফসোস, সেই সময়ের সব স্মৃতি প্রয়াত অভিনেত্রী সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন! কেন আর অভিনয় করেননি, সে বিষয়েও কিছু জানেন না সন্দীপ।

এর আগেও একাধিক বার উমা দাশগুপ্তের মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়েছে। এ-ও শোনা গিয়েছিল, তিনি নাকি বৃদ্ধাবাসে থাকেন। তাঁর প্রয়াণের খবরের পাশাপাশি সেই খবর ভুয়ো, এ কথাও জানান প্রতিবেশী, অভিনেতা চিরঞ্জিৎ।

a) উপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

b) তিনটি বাক্যে মূল বিষয়টির উপর আলোকপাত করো।

c) উমা দাশগুপ্ত-র সাথে কারোর যোগাযোগ না থাকার কারণ কী?

17) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত হস্তশিল্প মেলা– এই বিষয় অবলম্বনে একটি বিজ্ঞাপন রচনা করো।(৫০টি শব্দে) (6)

অথবা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভ্রমণপিপাসু মানুষদের জন্য আন্দামান ভ্রমণের এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। - এই বিষয় অবলম্বনে একটি বিজ্ঞাপন রচনা করো।(৫০টি শব্দে)